দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

87

তারিখ 12 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

স্কুল সরকারীকরণের আবেদন

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় নগেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯০৭ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপিত। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীর সংখ্যা ছয় শ'র অধিক। এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল ও সুনাম সর্বজন স্বীকৃত। আজ এই বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শ্রেণীকক্ষ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের দারুণ অভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করা হলে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রী ও অভিভাবকদের বাঞ্ছিত সুবিধা হয়। তাই এই বালিকা বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ এবং সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

মো: তোফাজ্জল হোসেন,
মধ্যম হিস্যা, মুক্তাগাছা,

মধুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সার্বিক সমস্যার সমাধান চাই

ঝিনাইদহ উপজেলার ৯ নং পোড়াহাটী ইউনিয়নের মধুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়। এটি পোড়াহাটী ইউনিয়নের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। সব কিছু মিলে স্কুলের সার্বিক পরিবেশ বেশ মনোরম। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা চার শতাধিক, শিক্ষকের সংখ্যা ১৩।১৪ জন, প্রতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলও সন্তোষজনক, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করার মত পর্যাপ্ত রুম বা কক্ষ নেই। একটি ইটের দেয়ালবিশিষ্ট, টিন শেড ঘর (তিন রুমবিশিষ্ট) যার এক রুমে অফিসের কাজ চলে। এছাড়া বাঁশের খুটি দিয়ে তৈরি টিন শেড আছে যার বেড়া চাটাই দিয়ে তৈরী, প্রায় প্রতি বছরই কালবৈশাখীর ঝড়ে ঘর পড়ে যায়—মেয়েদের কমন রুম বলতে একটি মাত্র টিনের ছোট ছাপড়া। মেয়েদের ঐ জায়গায় ধরে না, যার কারণে কমন রুমের বাইরেও অবস্থান করতে হয়। স্কুলে কোন বিজ্ঞান ভবন নেই। প্রয়োজনের তুলনায় চেয়ার, বেঞ্চ ও টেবিল খুবই নগণ্য যার কারণে ছাত্র/ছাত্রীদের ক্লাস করতে কষ্ট ভোগ করতে হয়। খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হয়।

অতএব, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা; স্কুলের উপরোক্ত সমস্যাবলীর সমাধান করে ছাত্র-ছাত্রীদের তথা এতদঞ্চলের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করুন।

সুজিৎ কুমার পাল,
আলোক বিশ্বাস ও রতন কুণ্ডু;
গ্রাম: চাপড়ী, ডাক: পোড়াহাটী
(মধুপুর বাজার), উপজেলা ও
জেলা : ঝিনাইদহ।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের "সমতুল্য সার্টিফিকেট" প্রসঙ্গ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের কৃষি শিক্ষার উচ্চতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা সাফল্যের সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রীকোর্সে ভর্তি হয়ে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) এবং ডি, ভি, এম ডিগ্রী একটি টারমিনাল এবং প্রফেশন্যাল ডিগ্রী। যদিও এই টেকনিক্যাল ডিগ্রীর কোন বিকল্প নেই তবুও এখানকার উত্তীর্ণ ছাত্রদের বিভিন্ন স্তরে চাকরির সুবিধার্থে এই ডিগ্রীকে অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার ডিগ্রীর সমতুল্য ধরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বীকারোক্তি তথা অধ্যাদেশ রয়েছে। উল্লেখ্য যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) ও ডি, ভি, এম ডিগ্রীধারিগণকে সরকারের প্রথম শ্রেণী পদে চাকরি এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সরকারী কলেজসমূহে প্রভাষক পদে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখজনক যে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অনুমোদন সত্ত্বেও নিতান্ত দায়সারা গোছের একটি সমতুল্য সার্টিফিকেট গ্রাজুয়েটদের মধ্যে বিতরণ করে থাকেন। এই সার্টিফিকেটে পরীক্ষার্থীর কোন নাম পরিচয় থাকে না এবং এটি সাইক্লোষ্টাইলে ছাপানো যেনতেন প্রকারের এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয়, যা প্রদর্শন করতে আমাদের লজ্জা পেতে হয়। কিছু প্রতিষ্ঠানে এই সমতুল্য সার্টিফিকেট প্রদর্শন করতে গিয়ে তীব্র ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হয়েছে এমন ভুক্তভোগী অনেকেই রয়েছেন। এ সব ঘটনা কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে বৈকি।

তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট আমাদের অনুরোধ থাকবে সমতুল্য সার্টিফিকেট যদি দিতে হয় তাহলে সুস্পষ্টভাবে গ্রাজুয়েটদের নাম পরিচয় লিখেই দিন। নচেৎ একটুকরা বাজে কাগজে আপনাদের প্রদত্ত ঐ সার্টিফিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে বিভিন্ন মহলে করুণারই উদ্রেক করবে।

সুব্রত নন্দী কৃষি অনুষদ
৪১২, সোহরাওয়ার্দী, হল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের বাড়ী ভাড়া

সরকার প্রতিটি চাকরির ক্ষেত্রে বেতন স্কেল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একই সাথে বেতন হারে কে কত টাকা বাড়ী ভাড়া পাবেন তাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে কোন চাকরির এটি একটি সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা যায় শুধু বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকমণ্ডীর ক্ষেত্রে। অতিসম্প্রতি সরকার কলেজ শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু স্কেলের সাথে সংগতি রেখে শিক্ষকদের কোন বাড়ী ভাড়া নির্ধারণ করা হয়নি। সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলেজ শিক্ষকদের বেতন সত্তর শতাংশ পরিশোধ করে থাকেন। কিন্তু বাড়ী ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কোন বিশেষ হার নির্ধারণ করেননি। শিক্ষকদের বাড়ী ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

একটি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ যিনি ৪,২০০ টাকা স্কেলে বেতন পান তিনি বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার হতে পান ১ শ' টাকা। একজন সহকারী অধ্যাপক যিনি ২,৮০০ টাকা স্কেলে বেতন পান তিনিও বাড়ী ভাড়া পান মাত্র ১শ' টাকা। এমনকি একই কলেজের দারোয়ান যিনি আজও কোন স্কেলবিহীন অবস্থায় চাকরি করছেন তিনিও পাচ্ছেন ১শ' টাকা বাড়ীভাড়া।

কলেজ শিক্ষকদের চাকরি অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও মর্যাদাবান। ১শ' টাকায় আজকাল কোথায়ও বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়না। ফলে শিক্ষকদের সমাজে মান মর্যাদা রক্ষা করে চলা অনেক সময়েই সম্ভব হচ্ছে না। বড় বড় শহরে যেসব শিক্ষক অবস্থান করছেন, তাদের অনেককেই কম করে হলেও দেড় হতে ২ হাজার টাকা বাড়ী ভাড়া দিতে হয়, অন্য দিকে যারা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কলেজগুলোতে আছেন তাদেরকে কম পক্ষে মাসে ১ হাজার টাকা বাড়ী ভাড়া দিতে হয়। অনেক শিক্ষকেরই বাড়ী ভাড়া দিতে বেতনের সিংহ ভাগ চলে যায়।

তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, বেতন ক্রমের সাথে সংগতি রেখে সরকারী নিয়ম মোতাবেক বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের বাড়ী ভাড়া নির্ধারণ করা হোক এবং বর্ধিত হারে বাড়ী ভাড়া প্রদান করা হোক।

কাজী গোলাম মোস্তফা,
সহকারী অধ্যাপক,
রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ,
আনোয়ারা কলেজ,
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।